দর্শনা সীমান্তে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ, বিএসএফের গুলিতে নিহত ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা বাড়াদী কামাপাড়া সীমান্তে ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের পর দু’বাংলাদেশী গরু চোরাকারবারীকে গুলি করে হত্যা করেছে বিএসএফ।

গতকাল শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে এ হত্যাকান্ডটি ঘটেছে বলে বিজিবি ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

পারকৃষ্ণপুর মদনা-ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এস.এম. জাকারিয়া আলম জানান, বিএসএফের গুলিতে নিহত ছয়ঘরিয়া গ্রামের হায়দার আলীর ছেলে সাইদুল (২৫) ও একই গ্রামের শরিয়তউল্লার ছেলে খাজা মঈনুদ্দিনসহ
(৩২) ৫জন গত শনিবার সন্ধ্যার পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে গরু আনতে গিয়েছিল।

বারাদী বিওপির সীমান্ত খুঁটি ৮২/২-এস হতে ভারতের অভ্যন্তরে আনুমানিক ৩০০ গজ কলাবাগান নামক স্থানে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করলে তাদের মুখোমুখী হয় ৩২ বিএসএফ গোবিন্দপুর ক্যাম্পের বিএসএফের একটি দলের। সে সময় বিএসএফ তাদের লক্ষ করে গুলি ছুঁড়লে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হয়। গতকাল রবিবার সকালে ভারতের গোবিন্দপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা মরদেহ দুটি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যায় বলে জানা যায়।

কৃষ্ণগঞ্জ থানার ওসি বাপিন মুর্খার্জী জানিয়েছেন, নিহত দু’বাংলাদেশীর মরদেহ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পরিচালক লে. কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান বলেন, আমি ছুটিতে ঢাকায় আছি। তবে জেনেছি ওরা রাতে আঁধারে চোরাকারকারীর জন্য ভারতের অভ্যন্তরে গিয়েছিল। এ ঘটনায় পতাকা বৈঠকের আহবান জানানো হয়েছে। তারপর বিস্তারিত

ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিযুক্ত মানুষের পক্ষে বিশ্বব্যাপী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ডে’ ভূষিত করেছে আইওএম এবং জাতিসংঘ সমর্থিত গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি সংস্থা।

গত শুক্রবার (১ ডিসেম্বর) দুপুরে দুবাইতে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন-কপ ২৮ এর সাইডলাইনে একটি উচ্চ-স্তরের প্যানেল অধিবেশনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি রাষ্ট্রদূত ডেনিস ফ্রান্সিস এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গাইনাইজেশন ফর মাইগ্রেশন-আইওএম মহাপরিচালক অ্যামি পোপের কাছ থেকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন।

কপ-২৮ এ বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের প্রধান তথ্যমন্ত্রী এ সময় ‘অভিযোজন এবং সহনশীলতার জন্য জলবায়ু গতিশীলতাকে বাগে আনা’ শীর্ষক উচ্চ-স্তরের এ প্যানেল অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের ক্লাইমেট মোবিলিটি সামিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ুজনিত কারণে বাধ্য হয়ে অভিবাসন এবং বাস্তুচ্যুতির দিকটি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিয়ে আসেন।

একই সঙ্গে কক্সবাজারে বাস্তুচ্যুত ৪ হাজার ৪০০ পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম বহুতল সামাজিক আবাসন প্রকল্প নির্মাণসহ জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উদ্যোগের নানা দিক তুলে ধরেন

তিনি।

ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ড প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং জলবায়ু গতিশীলতা এবং এ থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের ক্রমাগত নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বের এই সমর্থন।

পুরস্কার প্রদানকারী গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি সংস্থাটি জাতিসংঘ, আঞ্চলিক আন্তঃসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন অর্থ সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতায় জলবায়ু গতিশীলতা মোকাবিলায় সহযোগিতামূলক বিস্তৃত সমাধানের জন্য কাজে ব্যাপৃত।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ‘স্নায়ুযুদ্ধে’ দুই পরাশক্তি

বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের মধ্যে বিভক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারত, চীন এবং রাশিয়া নির্বাচনকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মনে করে। যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পশ্চিমা মিত্ররা বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বলে নানাবিধ চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করছে। সেই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতিসহ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মতো করে কেউ হস্তক্ষেপ করছে না। বেশিরভাগ বন্ধদেশ অভ্যন্তরীণভাবে আলোচনা করে সংকট সমাধানের তাগিদ দিয়েছেন। এই বিভাজন স্নায়ুযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বলেও মন্তব্য তাদের।

স্নায়ুযুদ্ধ হলো রাজনৈতিক ও সামরিক টানাপোড়েনের বিরোধী ভূ- রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্লকের মধ্যে ঠাণ্ডাযুদ্ধ-পরবর্তী যুগের বর্ণনা দিতে ব্যবহৃত শব্দ, যার একটি ব্লক সাধারণত রাশিয়া বা চীন এবং অন্যটি নেতৃত্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর। একে দ্বিতীয় ঠাণ্ডা যুদ্ধ বা নতুন স্নায়ুযুদ্ধও বলা হয়। স্নায়ুযুদ্ধ এমন একটি কৌশল যেখানে বিবাদমান পক্ষ ̧গুলো

আবার যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার বাইরে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি, কোয়াড নিরাপত্তা সংলাপ এবং ভারত ও চীনের মধ্যে চলমান উত্তেজনাসহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভূ-রাজনৈতিক পুনর্গঠনের পটভূমিতেই চীনের অনেকটা কাছে চলে এসেছে বাংলাদেশ।

মেজর জেনারেল (অব) আবদুর রশীদ মনে করেন বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন বিষয়গুলো এতোটা ভেঙে পড়েনি যে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ লাগবে। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন সকলের প্রত্যাশা। সেটার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্বে চলা পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো সব দলকে সমান সুযোগ দেওয়ার কথা বলে অথিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে এবং ভয়ভীতি দিয়ে নির্বাচন সুষ্ঠু করার প্রক্রিয়া অবলম্বন করছে, সেই প্রক্রিয়াটি পক্ষপাতদুষ্ট। সেকারণেই পরাশক্তির মধ্যে বিভক্তি সুস্পষ্ট হয়েছে। একপক্ষ মনে করছে এটা আভ্যন্তরীণ বিষয়, জনগন সিদ্ধান্ত নিবে। আরেকপক্ষ চাপ প্রয়োগ করে দাবি নিশ্চিত করতে চাইছে। যারা কিনা বাইরের দেশের শক্তি বাংলাদেশের জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে দেখতে চায়, চাপ প্রয়োগকারী হিসেবে দেখতে চায় না। পুরো পরিস্থিতিতে এই চাওয়া না-চাওয়া বেশ স্নায়ুযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

উৎসবের মেজাজেই হবে ভোট, ৯০ কূটনীতিককে জানাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বের উদ্বিঘ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই, বরং উৎসবের মেজাজে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন হবে। বাংলাদেশের নির্বাচন সরেজমিনে দেখে যাওয়ার জন্য দেশগুলোকে পর্যবেক্ষক পাঠানোরও অনুরোধ জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব।

শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় দিল্লিতে এক বিশেষ ব্রিফিংয়ে এই দেশগুলোর রাষ্ট্রদূত বা শীর্ষ কূটনীতিবিদদের নির্বাচনী

পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন বাংলাদশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। সেখানে এমন কথাই আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বের প্রায় ৯০টি রাষ্ট্রকে জানিয়েছে বাংলাদেশ।

৯০টি দেশ হলো এমন দেশ, যাদের বাংলাদেশে সরাসরি কোনও দূতাবাস বা মিশন নেই, কিন্তু দিল্লিতে নিযুক্ত তাদের রাষ্ট্রদূতরাই বাংলাদেশ সংক্রান্ত ঘটনাবলি দেখে থাকেন। আর এরকমই প্রায় ৯০টি দেশের প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন দিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশন প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু হলে আয়োজিত সেই ব্রিফিংয়ে।

বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে আমেরিকা বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে ধরনের ‘অতি-সক্রিয়তা’ দেখাচ্ছে, সেই পটভূমিতে এই ব্রিফিং ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ! বাংলাদেশে বিগত দেড় দশক ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে আর্থসামাজিক উন্নয়নের কর্মকাণ্ড চলছে এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পরম্পরা বহমান আছে, তাতে দেশের নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগের বা বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ নেই– মূলত এই বক্তব্যই ব্রিফিংয়ে তুলে ধরা হয়।

শনিবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে দিল্লিতে ভারতের সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময়ে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, ‘আমাদের নির্বাচন নিয়ে যে পারসেপশন সেটাই আমরা এই দেশগুলোর কাছে তুলে ধরেছি। পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখে যেতেও আহ্বান জানিয়েছি। আমাদের নির্বাচন যে পুরোপুরি শান্তিতে ও আনন্দমুখর পরিবেশেই হবে সেটাও তাদের আশ্বস্ত করেছি।’

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব ব্রিফিংয়ে বলেন, ‘বিশ্বের আরও বহু গণতান্ত্রিক দেশের মতোই বাংলাদেশেও নির্বাচন কোনও উৎসবের চেয়ে কম নয়। বাংলাদেশের মানুষও ওই উৎসবে শামিল হওয়ার জন্য এবং নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পছন্দের জনপ্রতিনিধিকে বেছে নেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছেন।’

রাষ্ট্রদূতদের জন্য এই বিশেষ ব্রিফিংয়ের ঠিক আগে শুক্রবার পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন ভারতে তার কাউন্টারপার্ট বিনয় মোহন কোয়াটরার সঙ্গে ‘ফরেন অফিস কনসালটেশনে’ মিলিত হন। দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ইস্যুর মধ্যে বছর তিনেক বাদে নির্ধারিত গঙ্গা চুক্তির নবায়ন এবং তিস্তার অমীমাংসিত ইস্যু নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

নিজেদের “মানবাধিকার হরণ” চোখে দেখে না যুক্তরাস্ট্র

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় আনুষ্ঠানিকভাবে চারদিনের যুদ্ধ বিরতি শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। স্থানীয় সময় সকাল ৭টা থেকে এ বিরতি কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছে কাতারভিত্তিকি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

চারদিনের এ যুদ্ধবিরতি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে কাতারের দোহাতে একটি অপারেশন রুম সেট করা হয়েছে। সেখান থেকে গাজার রিয়েল-টাইম তথ্য পাবেন পর্যবেক্ষকরা। ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তাদের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে।

যুদ্ধবিরতি কি ভাগ্য ফেরাবে ফিলিস্তিনের? বৃহস্পতিবারও ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার জাবালিয়া শরণার্থীশিবিরে জাতিসংঘ পরিচালিত একটি বিদ্যালয়ে ইসরায়েলের হামলায় কমপক্ষে ২৭ জন নিহত হয়েছেন। এ হামলায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৯৩ জন। এ খবর প্রকাশ করেছে ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অব ইসরায়েল। গাজা উপত্যকার সবচেয়ে বড় শরণার্থীশিবির জাবালিয়া। ওই শিবিরের একটি হাসপাতালে কর্মরত এক চিকিৎসক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, হামলার শিকার হওয়া বিদ্যালয়টিতে কয়েক হাজার বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি আশ্রয় নিয়েছিল।

এসব কেবল আজকের কথা না। দশকের পর দশক ফেলিস্তিনে হামলা করেছে, দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার চেস্টা করে আসছে ইসরায়েল। আর তাতে যুক্তরাস্ট্রের প্রত্যক্ষ মদদ দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাস্ট্র। সেখানে তাদের মানবাধিকার হরণ হয় না।

এ বছর শুরুতে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে গতানুগতিক রিপোর্ট দেয় যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিবছরের মতো এবারেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, এখানে শ্রমিকের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে, শিশুশ্রম রয়েছে। রিপোর্টের নির্বাহী সারসংক্ষেপে বাংলাদেশে ২০১৩ সালের মানবাধিকার চর্চা সম্পর্কে বলা হয়েছে- মানবাধিকার লংঘনের

ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যথেচ্ছ গ্রেফতার, অনলাইনে মত প্রকাশে বাধা এবং অনুন্নত কর্ম পরিবেশ ও শ্রম অধিকারহীনতা।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন জানিয়েছেন, বিশ্বজুড়ে যারা শ্রমিক অধিকার হরণ করবে, শ্রমিকদের ভয়ভীতি দেখাবে এবং আক্রমণ করবে তাদের উপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞাসহ নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা দেবে যুক্তরাষ্ট্র।

অথচ, প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের প্রকোপে যুক্তরাষ্ট্রে ২০২০ সালে শুধু এপ্রিলেই ২ কোটি ৫ লাখ মানুষ চাকরি হারিয়েছেন। এতে দেশটির বেকারত্বের হার বেড়ে ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ হয়। এ নিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যদিও বাংলাদেশ সরকার করোনা ভাইরাসকালে যেভাবে সামাল দিয়েছে সবকিছু তা বিশ্বে নজির তৈরী করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র সবসময় একচোখা নীতি দিয়ে মানবাধিকার ইস্যুটিকে প্রতিষ্ঠা করেছে। গত আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিসকে হুমকি দেয়া এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। উটাহ রাজ্যে ওই ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গুলি করে হত্যা করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই’র সদস্যরা। সেসময় কোন বিচারিক পদ্ধতি নিয়ে যুক্তরাস্ট্র আলাপ করেনি। তার বাণিজ্য চালিয়ে যেতে, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে যতটুকু লাগে ঠিক ততটুকুতে সে তার কাজ পরিচালনা করে। যে কারনে যুদ্ধে শিশু মৃত্যু তার চোখে পড় না, যে কারণে শ্রমিক ছাটাই তার দেশে হলে ক্ষতি নেই স্টেটমেন্ট দেয় কিন্তু বিশ্বের অন্য দেশকে হুমকি দেয় শ্যাংসনের।

বন্ধু চীনের সাথে সফল ১০ প্রকল্প, কাজ চলে ৬টির

২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বাংলাদেশ সফরে মোট ২৭টি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছিল। বিনিয়োগ প্রস্তাব ছিল ২ হাজার

কোটি ডলারের। এখন পর্যন্ত মাত্র ১০টি প্রকল্প অগ্রসর হয়েছে। অর্থ ছাড় হয়েছে ৪৭ হাজার কোটি টাকা। বাকি প্রকল্পগুলো আছে প্রাথমিক পর্যায়ে। গত ৭ বছরে যে ২৭ প্রকল্পে অর্থায়ন বা ঋণ প্রদানে আগ্রহ দেখিয়েছিল চীন, তার মধ্যে ১০ টি প্রকল্প বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ৪টির কাজ শেষ, আর প্রকল্প চলমান আছে ৬ টি।

শেষ হওয়া ৪ টি প্রকল্পের মধ্যে আছে কর্ণফুলী টানেল। মোট ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কর্ণফুলী টানেলে চীনের ঋণ থেকে অর্থায়ন করা হয়েছে ৬ হাজার ৭০ কোটি টাকা। সম্প্রতি টানেলটি খুলে দেওয়া হয়েছে। এই টানেলের মধ্য দিয়ে কক্সবাজারের সাথে এবং মাতারবাড়ি যাওয়ায় সময় করে আসায় অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে বাংলাদেশ। দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার চীনা অর্থায়নে ৩ হাজার ৪৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬২ দশমিক ২ একর জমির ওপর নির্মিত দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রতিদিন ৫০ লাখ টন পয়োবর্জ্য পরিশোধন করতে পারবে, যা ঢাকার মোট পয়োবর্জ্যের ২০ থেকে ২৫ শতাংশের মত। ঢাকার আশপাশের নদীগুলোর দূষণ কমাতে এই পয়ঃশোধনাগার একটি বড় ভূমিকা রাখবে বলে সরকার আশা করছে। ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার তথ্য-উপাত্ত নিরাপদে সংরক্ষণ ও নিরবচ্ছিন্ন মানসম্মত ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে। এ ডাটা সেন্টার প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের তথ্য দেশেই সংরক্ষিত থাকছে। বছরে এ কোম্পানি থেকে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা মুনাফা হবে।

জি ক্লাউড স্থাপন সম্পন্ন হলে দেশের ৪৫ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে এবং কোম্পানির আয় আরও বৃদ্ধি পাবে। এটি বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার, যেখানে ডাটা ৯৯.৯৯৫% সুরক্ষিত। এই সেন্টার নির্মাণে অর্থায়ন করেছে চীন। ডেভেলপমেন্ট অব আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ থ্রি প্রকল্পটি শেষ হয়েছে। এর আওতায় ২ হাজার ৬০০ ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের ৬০ শতাংশ মানুষকে ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে সংযুক্ত করতে কারিগরি জ্ঞানের আদান-প্রদান বাড়ানো ও ইউনিয়ন পর্যায়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা বাড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এতে খরচ হয়েছে ১৫৬ দশমিক ৫৬ মিলিয়ন ডলার। এই অর্থ পুরোটাই পাওয়া গেছে চীনের দেয়া ঋণ থেকে।

সামনে যে ছয়টি প্রকল্পের কাজ চলছে তারমধ্যে আছে পদ্মা রেল সংযোগ, চট্টগ্রামের সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং বা এসপিএম, ঢাকা আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, পিজিসিবি’র আওতায় বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন,

ডিপিডিসি’র আওতায় বিদ্যুতের বিতরণ ব্যবস্থা, রাজশাহীতে ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহ প্রকল্প।

এছাড়া নতুন আরও ৬টি প্রকল্প নিয়ে কাজ হবে আগামীতে। চীনের ঋণ প্রকল্পের আওতায় গ্রহণ করা ১০ টি প্রকল্প প্রায় শেষ পর্যায়ে। ২য় পর্যায়ে আরো ৬টি প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ, যেগুলোতে চীনের ঋণ থেকে অর্থায়ন করা হবে। এগুলোর মধ্যে আছে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জন্য ৪ টি সমুদ্রগামী জাহাজ ক্রয়, তিস্তা নদী রক্ষা, পুনরুদ্ধার ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, চট্টগ্রামে আনোয়ারায় ইকোনমিকাল জোন, আখাউড়া থেকে সিলেট রেললাইন ডুয়েলগেজে রুপান্তর, ডিজিটাল কানেক্টিভিটি ও সকল পৌরসভার জন্য খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প।

সংকটময় পরিস্থিতিতে চীন সবসময় বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। ১১ অক্টোবর রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, আমরা বন্ধু। আমরা সবসময় একে অপরের পাশে ছিলাম। যখনই কারো সংকট হয়েছে, চীটটন বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। তিন বছর আগে কোভিড-১৯ মহামারির সময় চীন বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ডেঙ্গুর খারাপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ফলে চীনের অবশ্যই তাদের জন্য কিছু করা উচিৎ। এজন্য আমরা এই ডিভাইস দিয়েছি। এটি দিয়ে ডেঙ্গু পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা যাবে, যাতে পরিস্থিতি উন্নতি করা যায়।

তিনি আরও বলেন, চীন ও বাংলাদেশের জনগণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। চীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, অর্থনীতিতে সবসময় সহযোগিতা করে আসছে।

নির্বাচনের আগে বিশেষজ্ঞ টিম পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সহিংস ঘটনা মূল্যায়নে ৫ সদস্যের বিশেষজ্ঞ টিম পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা নির্বাচনের পুরোটা সময় বাংলাদেশে থাকবে।

অর্থনীতির তিন বিপদে কপাল পুড়তে পারে বাইডেনের

নিজের দেশের অর্থনীতিই সামাল দিতে পারছেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট জোসেফ রবিনেট বাইডেন জুনিয়র। যুক্তরাষ্ট্রকে ধসিয়ে দিতে তিনটি বিপদ আসছে। যদিও ডেমোক্র্যাটপন্থী অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ২০২৪ সালে মন্দা এড়াতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র।

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন বলছে, ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি তিনটি ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। প্রথমত, দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হারের বৃদ্ধি ও এর প্রভাবের মধ্যে সবসময় দেরি। ২০২৩ সালে ভোক্তা ও কোম্পানিগুলোর সঞ্চয় ছিল, যা তাদের অর্থায়নের প্রয়োজনকে সীমিত করেছিল। ২০২৪ সালে তাদের ‘থিনার বাফার’ থাকবে এবং উচ্চ হারে তাদের এক্সপোজার বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়ত, যদিও ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার বাড়ানো শেষ করে ফেলেছে। তবে প্রকৃত হার ক্রমশ আরও সীমাবদ্ধ হয়ে উঠবে কারণ মূল্যস্ফীতি কমছে। তৃতীয়ত, বেকারত্বের হার বাড়ছে এবং ফের ধীরগতির দিকে এগোচ্ছে অর্থনীতি।

২০২৩ সালের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি নিয়ে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছিল যে, এটি পুরোপুরি মন্থর প্রবৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে। পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ যা হতে পারে, তা হলো মন্দা। মুদ্রাস্ফীতি ঠেকাতে গেলে এমনটি হবে বলা হয়েছিল। কিন্তু প্রায় ২% প্রবৃদ্ধিতে চলতে থাকে দেশটি। এখন মার্কিনীরা আশায় বুক বেঁধেছে কারণ, মুদ্রাস্ফীতি ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে ৭% থেকে ১ বছরে ৩%- এ নেমে এসেছে। কিন্তু এই হারকে ঠেলে ধাক্কিয়ে ২%-এ নামিয়ে আনা বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি ভাড়ায় কমানোর প্রভাব এর মধ্যেই মুদ্রাস্ফীতির ওপর পড়েছে, যা ২০২৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কঠিন চাকরির বাজারে স্বস্তির মজুরি ধীরে ধীরে লাভের দিকে নিয়ে যাবে। তাই ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ মুদ্রাস্ফীতি ২%এর নিচে না নামলেও কমে আসবে। সম্ভবত ২০২৪এর

মাঝামাঝি সময়ে সুদের হার কমার সুযোগ তৈরি হবে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, আগামী বছরের জন্য তুলে রাখা এই পূর্বাভাসগুলো কীভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে। অর্থনৈতিক নীতিতে মার্কিন ভোটাররা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ডেমোক্র্যাটদেরকে যে কম নম্বর দিয়েছে তা হতাশাজনক। ১০ জনের মধ্যে চারজনেরও কম মার্কিন নাগরিক বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের অর্থনীতি পরিচালনার পদ্ধতির সঙ্গে একমত।

বাইডেনের আমলে যতদিন মুদ্রাস্ফীতি কমতে থাকবে, ততদিন মার্কিন ভোটারদের মন গলানোর সময় আছে। যুক্তরাষ্ট্র যদি মন্দা এড়াতে পারে, তাহলে নভেম্বরে নির্বাচনে জো বাইডেন হালে পানি পেতেও পারেন। বর্তমানে দ্রব্যমূল্য আর দ্রুত বাড়ছে না ঠিকই। কিন্তু ২০২১ সালের জানুয়ারিতে জো বাইডেন যখন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়েছিলেন তখনকার থেকে দ্রব্যমূল্য এখনো প্রায় ২০% বেশি৷ ৭০-এর দশকের শেষের দিকে জিমি কার্টারের আমলের পর দ্রব্যমূল্যের এত বাড়াবাড়ি আর হয়নি।

অর্থপাচার ও জঙ্গি অর্থায়ন রোধে বাংলাদেশের উন্নতি

বিদেশে অর্থপাচার ও জঙ্গি অর্থায়ন রোধে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক দ্য ব্যাসেল ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স। প্রতিষ্ঠানটি নভেম্বর মাসে প্রকাশ করা ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে এতথ্য জানায়। ২০২২ সালে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৫ দশমিক ৭৫। চলতি বছরের সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ৫ দশমিক ৮০। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এবার উন্নতি হয়েছে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ মিয়ানমারের অবস্থান ছিল ভয়াবহতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর তালিকায় শীর্ষ তিনে।

মিয়ানমারের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে ডিআর কঙ্গো ও হাইতি। চলতি বছরের তালিকায় ১৫২টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হাইতি। এরপরই পর্যায়ক্রমে চাদ ও মিয়ানমারের অবস্থান। এছাড়া সুচকে ভিয়েতনাম,

চীন, ভুটান, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকাকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ অবস্থান করছে ৪৬ নম্বরে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সুইজারল্যান্ডভিত্তিক দ্য ব্যাসেল ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স গত ১৩ নভেম্বর এ তালিকা প্রকাশ করে। বিশ্বের ১৫২টি দেশের ওপর এ র্যাংকিং করা হয়। এই তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চীনের অবস্থান ২৭, পাকিস্তান ৬১ ও শ্রীলঙ্কা ৬২তম অবস্থানে রয়েছে। তবে এই তালিকায় ভারত, নেপাল, আফগানিস্তানের নাম নেই। আর প্রভাবশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র ১১৯ ও যুক্তরাজ্য ১৪০তম। সবচেয়ে ঝুঁকিহীন দেশের তালিকায় রয়েছে ফিনল্যান্ড, সুইডেন, আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও স্লোভেনিয়া।

সংস্থাটি ১২ বছর ধরে র্যাংকিং তালিকা তৈরি করে আসছে। একটি দেশের পাঁচটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে র্যাংকিং দেয়া হয়। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা পরিপালনে ৬৫, ঘুষ ও দুর্নীতি আর্থিক স্বচ্ছতা ও মানদণ্ড, আইনগত ও রাজনৈতিক ঝুঁকিতে ১০ করে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় পাঁচ নম্বর রয়েছে।

বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সূচকে উন্নয়নের কারণ হিসেবে আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কাঠামোর মানোন্নয়নের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক অঙ্গীকার, আন্তঃসংস্থার কাজের সমন্বয়, আর্থিক খাতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের পর্যাপ্ত লোকবল ও অর্থের সংস্থান ভূমিকা রেখেছে।

উল্লেখ্য, এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিংয়ের (এপিজি) মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট মোতাবেক বাংলাদেশ এফএটিএফের ৪০টি সুপারিশের বিপরীতে ৮টিতে কমপ্লায়েন্ট, ২৭টিতে লার্জলি কমপ্লায়েন্ট এবং ৫টিতে পার্শিয়ালি কমপ্লায়েন্ট রেটিং পেয়েছে। বাংলাদেশ এফএটিএফের ৪০টি সুপারিশের সবকটিই বাস্তবায়ন করেছে।

[redacted]

[redacted]

পাশাপাশি, চীন, পাকিস্তান, ইরান হয়ে ইউরোপ অবধি এই যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হলে সুফল পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রস্তাবিত রেল কানেকটিভিটি প্রকল্পটিকে- বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে যে মোটরযান চলাচল চুক্তি (বিবিআইএন) তার অনুরূপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিবিআইএন চুক্তিতে ভুটান স্বাক্ষর করেনি। এছাড়া ভুটানে কোনো রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাও নেই। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের রেল সংযোগ রয়েছে। নেপালের সঙ্গেও ভারতের রেল সংযোগ আছে।

এছাড়া ভারত ও নেপালের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত সংযোগের মাধ্যমে জয়নগর-বিজলপুরা-বারদিবাস রেললাইনের কুর্থা থেকে বিজলপুরা পর্যন্ত রেল সেকশন চালু হয়েছে। ফলে বর্তমান অবকাঠামো সুবিধা দিয়ে রেল কানেকটিভিটি চালু হলে বাংলাদেশ, ভারত, নেপালের মধ্যে ত্রিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন